দৈনিক ইনকিলাব

004

তারিখ 25 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 3 ...

জীবন প্রবাহ

# আবদুল করিম চাকরিচ্যুত হয়ে এখন পথের ভিখেরী

॥ এ, টি, এম রফিক ॥

ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ও অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় চাকরিচ্যুত করা হয়েছে রূপসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জি এম আবদুল করিমকে। অসহায় নিঃসম্বল, ঋণগ্রস্ত হতভাগ্য শিক্ষক আবদুল করিম চাকরিচ্যুত হয়ে এখন পথের ভিখেরীতে পরিণত প্রায়। পরিবার সন্তান নিয়ে আবদুল করিম মানবেতর জীবন যাপন করছেন। অনাহারে দিনাতিপাত করছে গোটা পরিবার।

জি এম আবদুল করিম খুলনা জেলার রূপসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। ১৯৭৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর খুলনা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক জি এম আবদুল করিমকে খুলনা সদর থানার রাজাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেন ১১৯৭৩/৬ স্মারকপত্রে। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত একই থানার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

গত ১৯৭৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে মারাত্মভাবে গ্যাষ্টিক আলসারজনিত রোগে আক্রান্ত হবার কারণে ৫ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি গ্রহণ করেন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে। দুর্ভাগ্যনজনকভাবে ঐ ছুটি গ্রহণকালীন সময়ে রোগ নিরাময় তো হয়নি বরং বেড়ে যাওয়ায় গত ১৯৭৬ সালের ৩ মার্চ আবার আরো একমাসের ছুটি বৃদ্ধির আবেদন করেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট।

পরবর্তীকালে সুস্থ হয়ে এক মাস পর কার্যে যোগদান করতে গেলে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক জানান তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

অতপর জি এম আবদুল করিম চাকরি ফিরে পাবার নিমিত্তে সকল মহলের দ্বারে ধর্ণা দিলেও কোন ফল লাভে ব্যর্থ হন। অবশেষে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ এ, মজিদ খানের নিকট আবেদন করলে শিক্ষকের প্রতি সদয় হয়ে মন্ত্রী মহোদয় ঘটনাটি তদন্তের জন্য মহাপরিচালক জনশিক্ষাকে লেখেন। মহাপরিচালক ঘটনাটির তদন্তের নির্দেশ দিলে জনাব জহুরুল হক প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তার তদন্তের রিপোর্টে মহাপরিচালককে ১৩৬ নং স্মারকে ৬-৩-৮৪-তে উল্লেখ করেন যে, খুলনা সদর থানা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তার ১-৪-৭৬ তারিখের

২ এর পাতায় দেখুন

## জীবন প্রবাহ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রূপসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শনের প্রতিবেদনে তৎকালীন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক তার ২০-৫-৭৬ তারিখের ৮৯৪/৩ নং স্মারকে জি, এম আব্দুল করিমকে ২-৩-৭৬ হতে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত বিধায় উক্ত তারিখ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন এবং উল্লেখ থাকে যে, ৩১-৫-৭৬ তারিখের পূর্বে যদি স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে কিছু বলা থাকে তা থানা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে পৌছাতে হবে। অন্যথায় ১-৬-৭৬ তারিখ হতে সমপূর্ণ বরখাস্ত বলে গণ্য হবে।

কিন্তু উক্ত আদেশনামা যথাসময়ে অত্র কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষককে দেয়া হয়নি। তদন্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অফিসের রেকর্ডপত্রে শিক্ষকের অনুলিপি খানা ২১-৫-৭৬ তারিখে বিলির জন্য থানা অফিসারকে দেয়া হলেও তা বিলি হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উক্ত শিক্ষক ১৩-৭-৭৬— তারিখে কার্যক্ষম সার্টিফিকেটসহ কার্যে যোগদানের জন্য আবেদন করলে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ২৯-৭-৭৬ তারিখে ১৩৩১ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, তিনি অনুপস্থিতকালীন সময়ে খুলনা শহরের বাইরে থাকায় তার ঠিকানা পাওয়া যায়নি বলে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি এবং গত ১-৬-৭৬ তারিখ থেকে তাকে সম্পূর্ণভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। অতএব, কর্তৃপক্ষ পুনঃরায় কর্মে যোগদান করাতে অসমর্থ। তদন্ত প্রতিবেদনের শেষ পর্যায়ে এবং অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, "এমতাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষককে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ থানা শিক্ষা অফিসারের প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে নিয়ম মাফিক শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রসিডিং ড্র করার রেকর্ড পাওয়া যায়নি। যার ফলে শিক্ষক তাঁর অনুপস্থিতির পক্ষে কোন প্রকার যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করতে সুযোগ পায়নি। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষককে সম্পূর্ণরূপে বরখাস্ত করার আদেশনামা ইতিপূর্বে জারি করা হয়নি। এ সকল দিক বিবেচনাকরতঃ ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষককে এ যাবত অনুপস্থিতিকালীন সময় বিনাবেতনে গণ্য করে মানবিক কারণে তার পুনঃবহালের আবেদনটি বিবেচনা করা যেতে পারে।" এ তদন্ত প্রতিবেদনটি গত ৬-৩-৮৫ তারিখে মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করলেও দীর্ঘ ৪ বছরের মধ্যে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে শিক্ষক জানিয়েছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, তদন্ত রিপোর্টটি কি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বেমালুম গায়েব করা হয়েছে? নাকি ফাইলের পাতায় বন্দী হয়ে আছে ৪ বছর ধরে? বিষয়টি সম্পর্কে যে কোন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে হতভাগ্য ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক আবদুল করিম বর্তমানের অবস্থা থেকে মুক্তি পেতেন। হয়তো ভিক্ষা করে তাকে আর জীবিকা নির্বাহ করতে হতোনা।